অর্থনৈতিক
উন্নয়ন বিষয়ক
সহজ ভাষার
মাসিক পত্রিকা

বর্ষ ২৮ ▪ সংখ্যা ০৮ ▪ আগস্ট ২০১৯

আলাপ

শৈব্যারানীর ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ

বর্ষ ২৮ । সংখ্যা ০৮
আগস্ট ২০১৯

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
শাহনেওয়াজ খান

সম্পাদনা পর্ষদ
ড. এম এহছানুর রহমান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মো: আসাদুজ্জামান
রোমানা সুলতানা
মো: খায়রুল ইসলাম

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথী

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
নাজনীন জাহান খান

সম্পাদকীয়

এবার আলাপের মূল রচনায় রয়েছে শৈব্যা রানীর ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি। অভাব ছিলো যার পরিবারে প্রতিদিনের সঙ্গী। আজ তিনি স্বাবলম্বী। 'হাঁস পালন প্রশিক্ষণ' তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। প্রথমে ১৫টি হাঁস দিয়ে শুরু করলেও ধীরে ধীরে হাঁসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে খামারটিতে ২০০টি হাঁস আছে। এদের মধ্যে ১০০টি হাঁস প্রতিদিন ডিম দেয়। তার এই সংগ্রামের শুরুতে হাতে কোনো টাকা ছিলো না। ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে শুরু হয় এই হাঁস পালন। এছাড়া আমরা নারীরা বিভাগে 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়, কবির কথাটি বাস্তবে রূপ দিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর গ্রামের নুরুন্নাহার বেগম। তিনি তার অভাবের সংসারে সুখের মুখ দেখেছেন তার সততা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। 'জেনে নিন' বিভাগে আছে পিকেএসএফ এর সহায়তায় 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' কর্মসূচি নিয়ে একটি লেখা। 'আমাদের দেশে' বিভাগে পাবেন পঞ্চগড়ের ঐতিহ্যবাহী শাহী মসজিদের পরিচিতি।

আগস্ট মাসের ১৫ তারিখ ছিল জাতীয় শোক দিবস। এই দিবস পালন সম্পর্কেও রয়েছে দুটি কথা। এছাড়াও এই সংখ্যায় থাকছে অন্যান্য নিয়মিত বিভাগের লেখা। আশা করছি বরাবরের মতোই আপনারা আলাপের সঙ্গে থাকবেন। সবার জন্য রইলো শুভ কামনা। ■

সূচিপত্র

- শৈব্যারানীর ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প ১ - ২
- জাতীয় শোক দিবস পালন ৩
- প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ৪ - ৬
- ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় ৭ - ৮
- পঞ্চগড়ের ঐতিহ্যবাহী শাহী মসজিদ ৯
- আমাদের সংলাপ ১০ - ১১
- শাড়ির বাক্স তৈরি করে স্বাবলম্বী ১২ - ১৩

শৈব্যারানীর ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প

মূল রচনা

শৈব্যারানীর হাঁসের খামার

নাম তার শৈব্যারানী দাস। তার স্বামীর নাম সুসেন দাস। তাদের বাড়ি হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার বসন্তপুর গ্রামে। ইউনিয়নের নাম পৈলারকান্দি। স্বামী ও দুই সন্তানসহ পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা চারজন। একদিকে তাদের সহায় সম্পত্তি তেমন নাই, আরেক দিকে স্বামীও বেকার। স্বামীর বেকারত্বের কারণে সংসার চালাতে খুব কষ্ট হতো তাদের। কীভাবে সংসার চলবে শৈব্যারানী সেই চিন্তায় দিশেহারা। ঠিক এই সময় তাদের গ্রামে সৌহার্দ্য-কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু করে। এটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রকল্প। এটি ২০১৬ সালের কথা। কর্মসূচিতে নানা রকম প্রশিক্ষণ দেবার সুযোগ ছিল। তার মধ্যে হাঁস-মুরগি পালন একটি। শৈব্যারানী হাঁসপালনকারী দলের সদস্য হিসাবে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে সংস্থার পক্ষ থেকে তাকে এককালীন ৩০০০ টাকা প্রদান করা হয়। টাকা পেয়ে শৈব্যারানী প্রথমে ১৫টি হাঁস কেনেন। সঠিক যত্ন আর সময় মতো চিকিৎসা পেয়ে হাঁসগুলো ডিম দিতে শুরু করে। ডিম বিক্রির টাকা দিয়ে তার সংসার খরচ চালিয়েও কিছু টাকা সঞ্চয় হয়। সেই সঞ্চয়ের টাকা থেকে শৈব্যারানী হাঁস কিনতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে হাঁসের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে একটি খামারে পরিণত হয়। বর্তমানে খামারটিতে ২০০টি হাঁস আছে। এদের মধ্যে ১০০টি হাঁস প্রতিদিন ডিম দেয়। প্রতিটি ডিমের মূল্য ১০ টাকা। সুতরাং প্রতিদিন ১০০টি ডিমের দাম হিসাবে সে পায় ১০০০ টাকা।

নিজের খামারে কাজে ব্যস্ত শৈব্যারাণী

হাঁস পালনের আয় থেকে শৈব্যারানী ২০,০০০ টাকায় ২০ শতক বোরো আবাদের জমি বন্ধক নিয়েছেন। শৈব্যারানী বলেন, 'আমার স্বামী দিনমজুর। আমার যখন হাঁসের খামার ছিল না, তখন সে অন্যের খামারে কাজ করত। কিন্তু প্রতিদিন সে কাজ পেতো না। তাই বছরের প্রায় অর্ধেক সময় তাকে বসে থাকতে হতো। ফলে খেয়ে না খেয়ে দিন কাটতো আমাদের। স্বামীর এই দূরাবস্থা দেখে আমার যে কত কষ্ট হতো তা বলে বোঝাতে পারবো না। বর্তমানে তাকে আর বসে থাকতে হয় না। কাজের জন্য কারো দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। নিজের খামারে কাজ করে, ফলে বাড়তি শ্রমিকের দরকার হয় না আমার। বর্তমানে আমার স্বামী আমাকে আর কটুকথা বলেনা। বরং হাসিমুখে বলে, আমি খুবই ভাগ্যবান। তাই তোমার মতো স্ত্রী পেয়েছি। একজন নারীর কাছে এর চেয়ে বেশি আর কিছু হতে পারে না। মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে সৌহার্দ্য কর্মসূচির সাথে যুক্ত হয়েছি। এই কর্মসূচির সাথে যুক্ত হয়ে আমার বিবেক জাগ্রত হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি বেঁচে থাকার জন্য টাকা দরকার। নারী বলে টাকা আয় না করে সংসারের কাজই শুধু করব তা নয়। জীবনে আমার আরো অনেক কিছু করার আছে। অভাবের কাছে শুধু হার মেনে বসে থাকলে উন্নতি হবে না। দূর হবেনা স্বামীর বেকারত্ব। আমার বিশ্বাস, এই আয় ধরে রাখতে পারলে আমার ও আমার সন্তানদের ভবিষ্যত উজ্জল হবে। পুর্বের তুলনায় আমি এখন নিজেকে অনেক সুখী মনে করি।'

মো: ছাদেকুর রহমান, সমন্বয়কারী (কৃষি) ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকা

জাতীয় শোক দিবস পালন

নোটিশ বোর্ড

মনোহরদী উপজেলায় অনুষ্ঠিত শোক র‍্যালীর দৃশ্য

১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক ও বেদনার দিন। এটি ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস। এই দিনেই ঘাতকেরা হত্যা করেছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তারা সেদিন হত্যা করে শিশু নারীসহ তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে। সে সময়ে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে ছিলেন বলে প্রাণে বেঁচে যান। পঁচাত্তরের ১৫ আগষ্ট যারা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানায় ডিএফইডি। ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) নরসিংদী-০২ এরিয়াসহ ১৭ টি এরিয়ায় যথাযথ ভাবগাম্ভির্যের সাথে দিবসটি পালিত হয়।

এ উপলক্ষে শোক র‍্যালি, মিলাদ মাহফিল এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল- কুচক্রীরা কেন সেদিন বঙ্গবন্ধুকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছিল? সেইসাথে আলোচনায় উঠে আসে এটি নিছক ব্যক্তি বিশেষের হত্যাকান্ড ছিল না। এটি ছিল জাতির অস্তিত্বের ওপর আঘাত। এর মাধ্যমে যে নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই নীতি ও আদর্শকেই ঘাককেরা হত্যা করতে চেয়েছিল।

মনোহরদী উপজেলায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মনোহরদী উপজেলার মাননীয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শাফিয়া আক্তার শিমু, উপজেলার বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা সহ ডিএফইডি নরসিংদী ০২ এরিয়ার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

জেনে নেই

মনোহরদীতে বয়স্কদের মধ্যে ভাতা বিতরণ

মনোহরদীতে বয়স্কদের মধ্যে ভাতা বিতরণ

১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার 'পিকেএসএফ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। পাশাপাশি দেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে 'পিকেএসএফ' বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে 'পিকেএসএফ'-এর কার্য-পরিধিতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে টেকসই করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টা করছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'পিকেএসএফ' নতুন এক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন' কর্মসূচি নামে ২০১৬ সাল থেকে এটি কাজ করে আসছে। বর্তমানে ১১৬টি সংস্থার মাধ্যমে ৬৪ টি জেলার ২৩৪ টি ইউনিয়নে উক্ত কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রবীণদের সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ আমাদের দেশে সিনিয়র সিটিজেন বা প্রবীণদের সংখ্যা গিয়ে দাড়াবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ। ২০৫০ সালে সাড়ে ৪ কোটি এবং ২০৬১ সালে প্রবীণ জনগোষ্ঠী হবে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি।

বাস্তবতা হচ্ছে অধিকাংশ প্রবীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে খুবই অবহেলিত। ফলে মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তারা দিন কাটায়। অনেকেরই সীমাহীন কষ্ট ও মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। তাই প্রবীণদের কল্যাণে সরকার এই পদক্ষেপ

নিয়েছে। সরকার ছাড়াও 'পিকেএসএফ' এর সহযোগিতায় বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা কাজ করছে। ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি) তার মধ্যে একটি। ডিএফইডি নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলার শুকুন্দী ইউনিয়নে প্রবীণদের জন্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

এজন্য প্রথমে বিভিন্ন ধরনের কমিটি গঠন করা হয়। প্রতিটি কমিটিতেই নারী প্রবীণদের অংশগ্রহণ ছিল। প্রতিমাসে মিটিং করার ফলে তাদের মধ্যে সাংগঠনিক ক্ষমতা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তিতে ৯টি ওয়ার্ড কমিটি থেকে ৮১ জন প্রবীণকে ২দিনের নেতৃত্ব উন্নয়নমুলক ওরিয়েন্টেশন দেয়া হয়। এছাড়াও প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত সহায়তা দেয়া হয়েছে তা হলো-

এ পর্যন্তমোট ৭৫ জন অস্বচ্ছল ও অসহায় প্রবীণদের মধ্যে বয়স্ক/পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। মোট টাকার পরিমাণ ছিল দুই লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। প্রবীণরা উক্ত টাকা দিয়ে তাদের ওষুধপত্র কেনাসহ প্রয়োজনীয় খাতে খরচ করতে পারছে। চলতি বাজেটে আরো ২৫ জনের বয়স্ক/পরিপোষক ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে ১০০ জন প্রবীণ প্রতি মাসে পাঁচশ টাকা করে এই ভাতা পাবেন।

এই কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। তা হলো প্রবীণদের চাহিদা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান। এ পর্যন্ত প্রায় ৪৭৬ জন প্রবীণকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। প্রকল্প থেকে শীতকালীন বস্ত্রও কম্বল বিতরণ করা হয়। এছাড়া শারীরিকভাবে নাজুক ও অস্বচ্ছল প্রবীণদের মধ্যে কমোড বিতরণ করা হয়। এর ফলে তাদের টয়লেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও স্বস্তি এসেছে।

ওয়ার্ড সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণকারী বৃন্দ

প্রকল্প থেকে ওয়াকিং স্টিক এবং হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে। চলতি সালের বাজেটে আরো ৩০ জন প্রবীণকে ওয়াকিং স্টিক এবং ২ জনকে হুইল চেয়ার দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এই ওয়াকিং স্টিক প্রবীণদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে একটি সহায়ক উপকরণ হিসেবে কাজ করছে। তাছাড়া বর্তমানে তারা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুত যেতে পারছে।

২০ জন শারীরিকভাবে নাজুক ও বঞ্চিত প্রবীণদের মধ্যে ছাতা বিতরণ করা হয়। গরিব ও অস্বচ্ছল প্রবীণদের মৃত্যু পরবর্তী সৎকারের জন্যও অনুদান দেয়া হয়।

৬ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে সমাজ সেবায় অবদান রাখা এবং সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। এজন্য তাদের সনদপত্র, ক্রেস্ট ও ২৫০০ টাকা প্রদান করা হয়। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। প্রবীণদের মধ্যে

প্রবীণদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ

প্রবীণদেরকে সনদপত্র ও ক্রেস্ট বিতরণ

অনুপ্রেরণা জেগে উঠেছে। পাশাপাশি এই ইউনিয়নের ৩ জন ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়। পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনে নজির রাখার জন্য সনদপত্র, ক্রেস্ট ও ১৫০০ টাকা দেয়া হয়। এর ফলে সেই ইউনিয়নে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানদের দায়িত্ববোধ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকার সকল পর্যায়ের জনগণ এ ধরনের উদ্যোগ নেয়ার জন্য ডিএফইডিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মো: মিজানুর রহমান, প্রোগ্রাম অফিসার, ডিএফইডি, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি,মনোহরদী, নরসিংদী

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় কবির এই কথাটি বাস্তবে রূপ দিয়েছেন এক নারী। তিনি হলেন জাহাঙ্গীরনগর গ্রামের নুরুন্নাহার বেগম। অভাবের সংসারে এনেছেন সুখের পরশ। সততা ও কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে এসব অর্জন করেছেন তিনি। তাইতো বর্তমানে স্বামী সন্তান নিয়ে সুখেই আছেন তিনি।

২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা। নুরুন্নাহার বেগম ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ নেন। অবশ্য এর আগে অবিনাশি/৩৩ মহিলা উন্নয়ন সমিতিতে ভর্তি হন তিনি। তখন তার স্বামী অটোরিক্সা চালাতেন। আর নুরুন্নাহার বেগম নিজেদের অল্পজমিতে কৃষি কাজ করে জীবনযাপন করতেন। এতে যা আয় হতো, তাতে সংসার চলতো না। ছোট ছোট তিনটি সন্তান নিয়ে অতি কষ্টে তাদের দিন অতিবাহিত হতো।

প্রথমে তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন থেকে বিশ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। পাশাপাশি আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে ধার করে তার স্বামীকে বিদেশ পাঠান। স্বামী কাজল মিয়া সৌদি আরব চলে যান উপার্জনের আশায়। এদিকে নুরুন্নাহার বেগমের কাঁধে তখন এসে পরে সংসারের চাকা। এ সময় অন্যের জমিতে দৈনিক মুজুরিভিত্তিক কাজ করে সংসার চালাতেন তিনি।

এক পর্যায়ে তিনি উপার্জিত টাকা কিছু কিছু করে জমাতে শুরু করেন। বিদেশ থেকে

নিজের টাকায় কেনা গাভীর পাশে নুরুন্নাহার বেগম

তার স্বামীও বেতনের টাকা পাঠাতে শুরু করেন।

এই টাকা দিয়ে প্রথমে একটি গাভী ক্রয় করেন তিনি। এরপর থেকে তাকে আর পিছনে তাকাতে হয় নি। বর্তমানে তার বড় ছেলে মো: রুবেল মিয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অর্নাস ২য় বর্ষে পড়ছে। ২য় ছেলে মো: ওবাইদুল্লাহ উচ্চ ম্যাধমিক পড়ছে। আর ৩য় ছেলে মো: ফারুক মিয়া এবার এসএসসি পরীক্ষার্থী। নুরুন্নাহার বেগমের স্বপ্ন এখন তার সন্তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।

বর্তমানে তার তিনটি গাভী আছে। এক একটি গাভী পাঁচ কেজি করে দুধ দেয়। বিগত ঈদুল আযহায় নুরুন্নাহার বেগম ৫৪০০০

শিম ক্ষেতের পাশে নুরুন্নাহার

টাকায় একটি ষাড় গরু বিক্রি করেছেন। তাছাড়া তিনি ২০ শতাংশ জমিতে শিম চাষ করেছেন। আর ১০ শতাংশ জমিতে বেগুন চাষ করেছেন। এজন্য ডিএফইডি'র কাছ থেকে তিনি ৩ বার সুফলন বিনিয়োগ গ্রহণ করেন। আর অগ্রসর বিনিয়োগ হিসাবে বর্তমানে ১ লাখ টাকা চলমান আছে।

কৃষিকাজ থেকে উপার্জিত আয় ও ডিএফইডির কাছ থেকে গ্রহণকৃত ঋণের টাকা দিয়ে কৃষিকাজ পরিচালনা করছেন। সেইসাথে ছেলেদের শিক্ষা খাতেও ব্যয় করছেন তিনি। এভাবে সুন্দরভাবে পরিকল্পনা করে তিনি তার স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছেন। বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর গ্রামের অনেকেই তাকে অনুসরণ করছেন।

নুরুন্নাহার বেগম বলেন, তার অদম্য ইচ্ছা আর স্বামীর সহযোগিতার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তাইতো তিনি কবির সাথে সুর মিলিয়ে বলেন, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

মো: মানিক মিয়া, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, রায়পুরা, ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)

পঞ্চগড়ের প্রাচীন ঐতিহ্য মির্জাপুর শাহী মসজিদ

আমাদের দেশে

মির্জাপুর শাহী মসজিদ

পঞ্চগড় জেলার শাহী মসজিদ, প্রাচীন ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত। পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের মির্জাপুর নামক গ্রামে গেলে মসজিদটির দেখা মিলবে। জেলা শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত। মির্জাপুর শাহী মসজিদটি মোঘল আমলের সুপ্রাচীন নির্দশন। আনুমানিক ৩৬১ বছর পূর্বে মির্জাপুর শাহী মসজিদটির নির্মাণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। তবে মসজিদের শিলালিপি দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদরা ধারণা করেন মির্জাপুর শাহী মসজিদটি ১৬৫৬ সালে নির্মাণ করা হয়েছে। ১৬৭৯ সালে নির্মিত হাইকোর্ট সংলগ্ন মসজিদের সঙ্গে মির্জাপুর শাহী মসজিদের নির্মাণ শৈলীর মিল রয়েছে। মসজিদের গায়ে সাঁটানো ফার্সি ভাষার শিলা লিপি প্রমাণ করে যে, মসজিদটি ইরানি বা ফার্সিদের দ্বারা নির্মিত। এ মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের চার কোণায় চারটি মূলস্তম্ভ রয়েছে যেগুলোর প্রতিটি মিনার সাদৃশ কারুকার্যে নির্মিত। মসজিদটি নির্মাণে অনেকের নাম শোনা যায়, তাদের মধ্যে মির্জাপুর গ্রামের মালিক উদ্দিন ও দোস্ত মোহাম্মদ রয়েছেন। চারপাশের দেয়ালে লতাপাতা সমৃদ্ধ নকশায় মসজিদটিকে আরো সুন্দর ও দর্শনীয় করে তুলেছে। মসজিদটি লম্বায় ৪০ ফুট এবং চওড়ায় ২৫ ফুট। অনেক বছর পরও মসজিদের গাঁথুনি, দেয়াল, প্লাস্টার, নকশা ও কারুকাজ শক্ত ও মজবুতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যা প্রাচীন কালে মুসলমানদের সুরুচি ও ঐতিহ্যের প্রমাণ বহন করে।

মো: ফেরদৌস হোসেন, ব্রাঞ্চ হিসাবরক্ষক, (ডিএফইডি), গরিনাবাড়ী ব্রাঞ্চ, পঞ্চগড় এরিয়া

মোছা: মিনা বেগম
স্বামী- মো: জোহর আলী
সদস্য নং - ০২০
দলের নাম - আল-নূর-০৭০
গ্রাম - ঘুরুলিয়া, কতোয়ালী, যশোর

প্রশ্ন: বুনিয়াদ ঋণ কি? বুনিয়াদ ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য ও পরিশোধের নিয়ম সম্পর্কে জানতে চাই?

উত্তর: প্রচলিত অর্থে বুনিয়াদ ঋণ বলতে বুঝায় দরিদ্রঋণ। যাদের বেঁচে থাকার মতো সংগতি বা সামর্থ্য নেই তাদের জন্য এই ঋণ। অর্থাৎ যারা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন তাদেরকে এ ঋণপ্রদান করা হয়।

বুনিয়াদ ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্য: বুনিয়াদ ঋণ গ্রহণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে অভাব দূর করা। অর্থনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। সামাজিকভাবে যেন তারা সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি।

বুনিয়াদ ঋণ পরিশোধের নিয়ম: বর্তমানে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অনেক রকম ঋণ প্রদান করা হয়। এই ঋণগুলির মধ্যে বুনিয়াদ ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি সহজ। একজন সদস্যকে সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। এই ঋণের সার্ভিস চার্জ বাৎসরিক শতকরা ১০%। বুনিয়াদ ঋণ ৪৪ টি কিস্তির মাধ্যমে এক বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। এমনকি এই ঋণের জন্য সদস্য ভর্তি ফি, পাশ বই এর মূল্য এবং ঋণ প্রদান করার সময় আপাদকালীন নেওয়া হয় না, কিন্তু সদস্য বা উর্পাজনক্ষম ব্যক্তি মারা গেলে আপাদকালীন সুবিধা প্রদান করা হয়।

উত্তরদাতা: মো: আসলাম উদ্দীন, এরিয়া ম্যানেজার, যশোর এরিয়া, যশোর।

সানজিদা শেখ পপি
স্বামী - আব্দুল ফরিদ
সদস্য নং - ০৯
দলের নাম - দোয়েল
ডিএফইডি, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ

প্রশ্ন: আমি বাসায় হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের কাজ করি। আমি যদি ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে চাই তাহলে ডিএফইডি আমাকে কী ভাবে সাহায্য করতে পারে?

উত্তর: ডিএফইডি এর মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম থেকে আপনাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করতে পারে। যেমন:

১.আর্থিক সহায়তা, ২.কারিগরি সহায়তা, ৩.ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সহায়তা, ৪. ট্রেনিং এর ব্যবস্থা, ৫.বাজারজাতকরণে সহায়তা

আর্থিক সহায়তা: আপনি যদি হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের কাজ বড় আকারে করতে চান তবে ডিএফইডি আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। ডিএফআইডি সহজ শর্তে ইসলামী শরিয়া ভিত্তিতে শান্তি বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে সুদ মুক্তভাবে অর্থায়ন করতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি ঋণ গ্রহণ করে মূলধন বাড়াতে পারেন ও ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে পারেন।

কারিগরি সহায়তা: হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় মেশিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কোথায় কী ভাবে পেতে পারেন তার বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করে ডিএফইডি আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সহায়তা: একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে সফল ব্যবস্থাপনার উপর। ডিএফইডি আপনাকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কী ভাবে করবেন, কীভাবে করলে ভালো হবে- এব্যাপারেও পরামর্শ প্রদান করতে পারে।

ট্রেনিং এর ব্যবস্থা: ডিএফইডি আপনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং এ অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারে। ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে আপনার কাজের গুনগত মানবৃদ্ধি পাবে।

বাজারজাতকরণে সহায়তা: ডিএফইডি বিভিন্ন মেলায় পণ্যের প্রদর্শন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাজারজাতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উত্তরদাতা: মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, শাখা হিসাব রক্ষক, ফতুল্লা শাখা, ডিএফইডি, নারায়ণগঞ্জ এরিয়া।

আমাদের কাজ

শাড়ির বাক্স তৈরি করে স্বাবলম্বী

শাড়ির বাক্স তৈরি করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছেন দরিদ্র পরিবারের গৃহবধু মাকসুদা বেগম। বাবা মা অভাবের তাড়নায় নাবালক অবস্থায় মাকসুদা বেগমকে বিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু স্বামীর সংসারে সেই একই অভাব অনটন তাকে তাড়া করে বেড়ায়। এমতাবস্থায় তার ঘরে এক ছেলে সন্তান জন্ম নেয়। তাতে সংসারে অভাব দিনদিন বাড়তে থাকে। কোনো উপায় না পেয়ে মাকসুদা স্বামীর সাথে পরামর্শক্রমে বাড়ি থেকে ঢাকা শহরে চলে আসেন। ঢাকার মিরপুরে এক আত্মীয়ের ভাড়া বাসায় আশ্রয় নেন। তারা তার স্বামীকে একটি লেপ তোষকের দোকানে কাজ সংগ্রহ করে দেয়। স্বামীর সাথে মাকসুদা বেগম সহযোগিতা করা শুরু করে। ধীরে ধীরে আলোর মুখ দেখতে শুরু করে তারা। ইতিমধ্যে তার ঘরে আরো দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সংসারে আবার দেখা দেয় অভাব।

২০০২ সালে সে মিরপুরে এক শাড়ির বাক্স তৈরির কারখানায় কাজ নেয়। তাতে তারা আবার লাভের মুখ দেখতে শুরু করে। তারা দু'জনে মিলে পরামর্শ করে ঠিক করে নিজেরাই এই ব্যবসা শুরু করবে। এই উদ্দেশ্যে ঢাকা শহর ছেড়ে ২০০৬ তারা সালে নরসিংদীর মাধবদী এলাকার ফুলতলায় চলে আসে। একটি বাসা ভাড়া নিয়ে তারা দু'জনে কাজ করতে শুরু করে। বাক্স তৈরি করে সপ্তাহে দু'দিন বাবুর হাট বাজারে বিক্রি করে। কিন্তু মূলধনের অভাবে পুরো বাজারে সাপ্লাই দিতে পারে না। একদিন পাশের বাড়ির হালিমার সাথে মাকসুদার ব্যবসা বিষয়ে কথা হয়। হালিমা তাকে ২০০৮ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন রুপালি মহিলা দলে ভর্তি করে দেয়। সে নিজেও এই দলের সদস্য। সেখান হতে মাকসুদা দশহাজার টাকা ঋণ নেয়। ধীরে ধীরে তার ব্যবসা আরো উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এখন তার ঋণের পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা।

চারজন ছেলেমেয়ে স্কুল কলেজে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। পুরো বাবুর হাট বাজারে তার পণ্য সাপ্লাই দেয়া সম্ভব হচ্ছে। মাকসুদা বেগম বলেন, 'মূলধনের

পরিমাণ আরো বেশি হলে তার পণ্য সারা দেশে সাপ্লাই দেয়া যাবে।' বর্তমানে তার কারখানায় কর্মচারীর সংখ্যা ১০ জন। তিনি কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়ে ২০/২৫ জন করার চিন্তা করছেন। মাকসুদা বেগম নিজেদের কাজ ও ব্যবসা নিয়ে গর্বিত। তিনি অন্য নারীদেরও বসে না থেকে কাজের সাথে যুক্ত হবার পরামর্শ দিয়েছেন। এতে সংসারে যেমন আয় বাড়বে, তেমনি সমাজে নিজেদের সম্মানও বাড়বে।

মাকসুদা বেগমের শাড়ির বাক্স

মাকসুদা বেগমের তত্ত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে শাড়ির বাক্স

মো: সাইদুর রহমান, এরিয়া ম্যানেজার, নরসিংদী/১ এরিয়া, ডিএফইডি

ছবিটি এঁকেছে:
তাবাসসুম তোহা
নবাবগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জ, দলের নাম: আকাশ

আলাপ ওয়েব সাইটে দেখতে ক্লিক করুন - www.ahsaniamission.org.bd/alap-patrika/

সম্পাদক: কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP-Monthly Easy to Read News Letter, Edited & Published by Kazi Rafiqul Alam
Dhaka Ahsania Mission